|  |
| --- |
| **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** বাংলাদেশ গত দুই দশকে মানব উন্নয়ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। মানব উন্নয়ন সূচকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নের সোপান হলো প্রাথমিক শিক্ষা যা সকল শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। শিক্ষা ব্যক্তির দক্ষতা এবং মননে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। একই সাথে ব্যক্তির কর্মের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই সকল দেশের মত বাংলাদেশেও প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

**১.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করার বিধান রাখা হয়েছে।

**1.3 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় পাঠ্ক্রম উন্নয়ন,পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এন.জি.ও. কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে এ মন্ত্রণালয়।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিডো (CEDAW) দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। মূলত: নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি কৌশলের আলোকে এ নীতি প্রণীত হয়েছে। এ নীতির বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত হয়েছে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৩। উক্ত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

* কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা;
* কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যা শিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানী, পর্ণোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
* কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা;
* প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
* নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি, ২০১০ অনুসরণ করা;
* শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা;
* নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* যে সমস্ত নারী অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, শুধু সেসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা;
* প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

**২.১ এছাড়া শিক্ষানীতি, ২০১০এ নারী অগ্রগতি এবং অধিকার রক্ষায় যেসকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:**

* শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করা;
* ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঝরে পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
* অধিকসংখ্যক মেয়েকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা, পেশাদারী শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;
* প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের বিষয় তুলে ধরা হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়;
* প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিকসংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা;
* মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা;
* স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা এবং ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা;
* নিচের শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া।

**২.২ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮**

তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষায় সকল স্তর ও সকল ধারায় কার্যক্রমে যুগোপযোগীকরণ। শিক্ষায় সকল স্তরে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**২.৩ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১**

**উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা শক্তিশালীকরণ:** প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা শক্তিশালী করে বয়স্ক নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সরকারের সকলের জন্য শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে আইসিটি ভিত্তিক অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরীর জন্য শিক্ষা কেন্দ্রের একটি কমিউনিটিভিত্তিক নেটওর্য়াক তৈরী। স্কুলে পড়ার দ্বিতীয় সুযোগ অব্যাহত রাখা, কার্যকর দক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য সুবিধাভোগীর বিস্তার ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কৌশলের সকল দিক শক্তিশালী করা হয়েছে।

**প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কৌশল:** প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ২০৪১ এর অধীনে সরকারি খাতকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে। সরকারি খাতের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে প্রতিটি শিশু যাতে ২০৩১ সালের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যায় তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শহরের বস্তিবাসী শিশু, পথশিশু, দুর্গম এলাকার শিশু ও স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য যথাযথ নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে।

**২.৪ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) বিধৃত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটসমূহ নিম্নরূপ:**

* শিক্ষা প্রদানের গুণগত মানের উন্নতি:

1. শিশু শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা;
2. সকল বিদ্যালয়ে মানসম্মত বই সরবরাহ করা;
3. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা।

* **শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতা দূরীকরণ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা:**

1. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখা এবং আওতা বৃদ্ধি করা;
2. একীভূত শিক্ষার কার্যক্রম বৃদ্ধি;
3. শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
4. স্কুল ফিডিং/মিল কর্মসূচি সম্প্রসারণ;
5. নতুন বিদ্যালয় এবং ক্লাসরুম নির্মাণ।

* **প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি:**

1. বিদ্যালয়ের School Level Improvement Plan (SLIP) কার্যক্রমে এলাকাভিত্তিক সংগঠনসমূহের সহযোগিতা বৃদ্ধি;
2. বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক ভিত্তিতে জরিপ সম্পন্নকরণ;
3. প্রধান শিক্ষকদের লিডারশিপ প্রশিক্ষণ প্রদান।

* **কার্যকর পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা:**

1. স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন;
2. Performance এবং Need-Based প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

**৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ**

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতসহ গুণগত শিক্ষা প্রদান স্কুল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ এবং উপকারভোগী হিসেবে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিতকরণে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্কুল ম্যনেজমেন্ট কমিটি (এস.এম.সি.) নীতিমালা, শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা, শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতিমালা, উপবৃত্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব নীতিমালায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনাসহ শিক্ষক নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে নারীদের কার্যকর ও অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা ও নারী শিক্ষকের বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে পারিবারিক সুবিধা (যেমন, ক্ষেত্রমতে স্বামীর কর্মস্থল/পিতামাতার বাসস্থান/সন্তানের লেখাপড়া) বিবেচনা করা হচ্ছে। তাছাড়া, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে স্কুল ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণের জন্য প্রতিটি স্কুলে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এস.এম.সি.) কার্যকর করা হয়েছে। এ কমিটির মাধ্যমে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কমিটিতে শিক্ষার্থীদের দুইজন মা অভিভাবককে সদস্য করা হয়েছে। তাছাড়া, কমিটির গঠন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং নিকটস্থ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে নারী শিক্ষককে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ**

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় কক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার, ওয়াশ ব্লক ও নলকূপ স্থাপন, উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল ফিডিং/মিল বিতরণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ নানাবিধ কল্যাণমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অংশ হিসাবে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন, পঞ্চম শ্রেণির পাঠ শেষে সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ, আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান অ্যানুয়াল প্রাইমারি স্কুল সেন্সাস প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৩ অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সেকারণে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ করে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং চলমান প্রকল্পও কর্মসূচিকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এর অধিকাংশ কার্যক্রমে নারী উন্নয়নের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুর ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তর সমাপনের ক্ষেত্রে নারী-মেয়ে শিশুরা ইতিমধ্যে পুরুষের চেয়ে সফলতা লাভ করেছে। তবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কিছু কার্যক্রম নারীবান্ধব করা যেতে পারে। একই সাথে কিছু নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ও শিক্ষানীতি, ২০১০ এর নির্দেশাবলি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে।

**৫.১ মন্ত্রণালয়ের কিছু চলমান কার্যক্রমকে নিম্নোক্তভাবে নারীবান্ধব করা সম্ভব:**

* শিক্ষাভাতা ও শিক্ষা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মেয়ে শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা;
* প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়ে শিশুদের জন্যও স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা;
* অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত পৃথক ওয়াশ-ব্লকের ব্যবস্থা করা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা;
* কারিকুলাম পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজনের সময় নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের বিষয় তুলে ধরা, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়;
* পাঠ্যসূচিতে আরও অধিকসংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা;
* শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
* সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদান ও মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীদের জন্য প্রয়োজনে পৃথক শ্রেণিকক্ষ ব্যবহার করা;
* বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণে কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যা শিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানী, পর্ণোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরা।

**৫.২ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নারীবান্ধব করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ও শিক্ষানীতি, ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত নতুন কার্যক্রম গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করবে:**

* কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা;
* প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
* কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা;
* নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণ করা;
* নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঝরে পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
* নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে সুযোগ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়-অধিদপ্তর পর্যায়ে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশ বৃদ্ধি করা।

**৬.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের কর্মসংস্থান কাঠামো সারণী-১ এ প্রদর্শন করা হয়েছে। নারীবান্ধব নীতি গ্রহণ করার কারণে শিক্ষা সেবায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ সে বিবেচনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। ২০২১ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট কর্মকর্তার মধ্যে ২০ শতাংশ নারী এবং ৮০ শতাংশ পুরুষ। পূর্ববর্তী বছর হতে নারীর আনুপাতিক অংশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক সংখ্যা সর্বাধিক (৬১.৩৫% এর ও বেশি), অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো-তে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা সর্বনিম্ন।

সেবা প্রদানে নারীর ভূমিকা (নারী ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত):নিম্নে প্রদর্শিত সারণীতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে সেবা প্রদানে নারীর ভূমিকা বর্ণনায় নারী ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষকের ৩৫.৫৯% শতাংশ পুরুষ এবং ৬৪.৪১% শতাংশ নারী অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অর্ধেকের বেশী শিক্ষকই নারী। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষকের সংখ্যা পুরুষ শিক্ষকদের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে কম।

**৬.১ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ও হার (২০২১)**

| **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** | **বিদ্যালয়ের সংখ্যা** | **মোট শিক্ষকের সংখ্যা** | **শিক্ষিকার**  **সংখ্যা** | **শিক্ষিকার শতকরা হার (%)** | **শিক্ষকের**  **সংখ্যা** | **শিক্ষকের শতকরা হার (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 65566 | 359095 | 231286 | 64.41 | 127809 | 35.59 |
| বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 4799 | 19935 | 13163 | 66.03 | 6772 | 33.97 |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা বিদ্যালয় | 3839 | 18609 | 5498 | 29.54 | 13111 | 70.46 |
| কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় | 28193 | 200467 | 121126 | 60.42 | 79341 | 39.58 |
| এন.জি.ও. বিদ্যালয় (গ্রেড ১-৫) | 3753 | 9286 | 7329 | 78.93 | 1957 | 21.07 |
| মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন বিদ্যালয় | 3534 | 16114 | 2972 | 18.44 | 13142 | 81.56 |
| উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সেকশন | 1988 | 16854 | 9331 | 55.36 | 7523 | 44.64 |
| শিশু কল্যাণ প্রাইমারি স্কুল | 205 | 1180 | 766 | 64.92 | 414 | 35.08 |
| অন্যান্য এজিও শিক্ষা কেন্দ্র | 1614 | 2340 | 2071 | 88.50 | 269 | 11.50 |
| অন্যান্য | 5400 | 13323 | 9649 | 72.42 | 3674 | 27.58 |
| **মোট :** | **118,891** | **657,203** | **403,191** | **61.35** | **293498** | **44.66** |

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রী:** প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের জন্য ৩টি চলকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলো হলো : শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ভর্তির হার, সমাপ্তির হার ও ঝরে পড়ার হার। সামগ্রিকভাবে বলা যায় প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার অনুযায়ী জেন্ডার ভারসাম্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

**৬.২ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তির সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা-২০২১ (১ম -৫ম)**

| **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** | **ছাত্র** | **ছাত্রী** | **মোট** | **% ছাত্রী** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 6,053,893 | 5,860,117 | 11,914,010 | 49.20% |
| বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 204,568 | 213,264 | 417,832 | 51.00% |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | 197,442 | 193,971 | 391,413 | 49.60% |
| কিন্ডার গার্টেন | 1,189,343 | 1,158,695 | 2,348,038 | 49.30% |
| এন.জি.ও. | 184,666 | 184,760 | 369,426 | 50.00% |
| মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন | 248,685 | 244,251 | 492,936 | 49.60% |
| উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সেকশন | 287,131 | 306,231 | 593,362 | 51.60% |
| শিশুকল্যাণ প্রাথমিক স্কুল | 15,746 | 15,827 | 31,573 | 50.10% |
| অন্যান্য এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র | 48,635 | 49,041 | 97,676 | 50.20% |
| অন্যান্য স্কুল | 153,214 | 155,487 | 308,701 | 50.40% |
| **মোট :** | **8,583,323** | **8,381,644** | **16,964,967** | **49.40%** |

সূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা সমাপনের হার থেকে দেখা যায় ২০১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা সমাপনের হার প্রায় সমান।

**৬.৩ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সমাপ্তকারী ছাত্রীর হার**

| **বছর** | **প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সমাপ্তির হার** | |
| --- | --- | --- |
| **ছাত্র** | **ছাত্রী** |
| ২০০৬-০৭ | ৪৭.১ | ৫৩.৩ |
| ২০০৭-০৮ | ৪৮.৯ | ৫৪.৯ |
| ২০০৮-০৯ | ৫২.৯ | ৫৭.০ |
| ২০০৯-১০ | ৫৭.১ | ৬২.২ |
| ২০১০-১১ | ৫৯.৭ | ৬০.২ |
| ২০১১-১২ | ৬৭.৬ | ৭৩.০ |
| ২০১২-১৩ | ৭৩.৫ | ৭৭.০ |
| ২০১৩-১৪ | ৯৭.৮৮ | ৯৭.৯৭ |
| ২০১৪-১৫ | ৯৭.৯ | ৯৮ |
| ২০১৫-১৬ | ৯৮.৪৪ | ৯৮.৫৬ |
| ২০১৬-১৭ | ৯৪.৯৩ | ৯৫.৪০ |
| ২০১৭-১৮ | ৯৭.৪৮ | ৯৭.৬৮ |
| ২০১৮-১৯ | ৯৫.৪৯ | ৯৫.৬১ |
| ২০১৯-২০\* | - | - |
| ২০২০-২১\* | - | - |

\* কোভিড-১৯ এর কারণে PECE পরীক্ষা ২০২০ এবং ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়নি।

**৭.০ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৮.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ফলাফল নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **প্রকৃত অর্জন** |
| **২০২1** |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. প্রাথমিক শিক্ষায় মহিলা শিক্ষকের হার (GPS) | % |  |
| ২. মেয়ে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হার |  |

**9.0 বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

| **ক্রমিক** | **বিগত বছরে সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| 1 | প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ছাত্রীদের বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি। | শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হতে বৃত্তির সংখ্যা ২৭,৫০০ থেকে বৃদ্ধি করে ৪১,২৫০ জন করা হয়েছে। |
| 2 | শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন বন্ধ। | শিক্ষার্থী বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দময় প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সার্কুলার জারীর মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করা হয়েছে এবং বিষয়টি কঠোরভাবে সকল পর্যায় হতে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। |
| 3 | পুরুষ শিক্ষার্থীদের ন্যায় নারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। | খেলাধুলা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিবেচনায় পুরুষ শিক্ষার্থীদের ন্যায় নারী শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। |
| 4 | বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের (ওয়াশ-ব্লক) ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। | শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে রানিং ওয়াটারসহ (৩টি টয়লেট বিশিষ্ট) পৃথক ওয়াশ-ব্লক নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৮০০০টি ওয়াশ-ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। |
| 5 | উপবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধিসহ যাতে নারী শিক্ষার্থীরা পরিবারেও জেন্ডার বৈষম্যের শিকার না হয় সে বিষয়ে অভিভাবকদের মাঝে প্রচারণা বৃদ্ধি। | নারী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৮ লক্ষ হতে ১২০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে।এ উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীদের মা-দের নিকট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে যাতে মা তার মেয়েসহ সকল সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে উদ্যোগী হন। |
| 6 | অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় মহিলা সভাপতি এবং মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। | বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমতল এলাকার ন্যায় অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে দুইজন মহিলা অভিভাবক, বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একজন মহিলা বিদ্যোৎসাহীসহ অন্যান্য প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের অগ্রধিকার প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও শিথিল করা হয়েছে। শিক্ষকদের বদলি ও কর্মস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষকদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করছে। |
| 7 | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় কন্যা শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। | প্রচার প্রচারণার ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নারী শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রদত্ত নির্দেশনা আরও জোরদার করা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে আয়োজিত মা দিবসে এ বিষয়ে বিশেষগুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিস্তারিতভাবে অভিভাবকদের জানানো হচ্ছে। |
| 8 | প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের বিষয় তুলে ধরা প্রয়োজন। | প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। |
| 9 | নারী শিশুর পুষ্টি উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। | সরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার ১০৪টি উপজেলায় পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট প্রতি স্কুল দিবসে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। এতে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে যার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি মেয়ে শিশু। যা নারী শিশুর পুষ্টি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বিদ্যালয়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ মিড. ডে. মিল. দেয়া। জাতীয় স্কুল মিল নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| 10 | বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা প্রয়োজন। | মেয়ে শিশুরা যেন উত্যক্ত না হয় সে লক্ষ্যে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ হতে নানা ধরনের সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| 11 | হাওড় এবং জলাবদ্ধ অঞ্চলে যেখানে বছরের প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস বিদ্যালয় কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব হয় না সেখানে মোবাইল বিদ্যালয় স্থাপন  করা যেতে পারে। | হাওড় এবং জলাবদ্ধ অঞ্চলে মোবাইল বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়টি বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে। |

**৯.১ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আলোচনা**

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রায় নারী শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। রূপকল্প-২০২১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজিতে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এ মন্ত্রণালয় শহর অঞ্চলে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধির পাশাপাশি ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যার ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২১ সালের এপিএসসি অনুযায়ী বর্তমানে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ১৪.১৫%। এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা লাভে বঞ্চিত সকল বয়সী নারী-পুরুষদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে লক্ষ্যভিত্তিক এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শিক্ষাবঞ্চিত বয়স্ক নারী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে,এর ফলে নারীদের কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা নারীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শতভাগ ভর্তি এবং শিক্ষাচক্র সম্পন্নের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে গণ সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত “মা দিবস” আয়োজনপূর্বক এসব কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য মা’দের মতামত গ্রহণ ও তা গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও সাক্ষরতা-উত্তর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

* কন্যা শিশুদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মোট শিক্ষার্থীর ৪৯.৪০% কন্যা শিশু। দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি না হওয়া এবং ঝরে পড়ার হার বেশী। এ কারণে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের ১২০.০০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে । ট্যালেন্টপুলে বৃত্তির সংখ্যা ২২,০০০ থেকে ৩৩,০০০ এবং সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা ৩৩,০০০ থেকে ৪৯,৫০০-এ উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩০ লক্ষ শিশুর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমসমূহের সুফলভোগীর অর্ধেকই মেয়ে শিশু, ফলে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ছাত্রী ভর্তির হার বাড়ছে।
* সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৬৪.৪১% মহিলা শিক্ষক। সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কর্মরত শিক্ষকগণের মধ্যে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বর্তমানে সন্তোষজনক।
* নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১৮-২০২৩ সালে পি.ই.ডি.পি.-৪ কর্মসূচির আওতায় দেশের অবশিষ্ট সকল বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি ও ওয়াশব্লক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। বিশুদ্ধ পানি ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকায় স্কুলে যাওয়ার প্রতি মেয়েশিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলস্বরূপ প্রাথমিক স্তরে মেয়েশিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের মৌলিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া এক বছর মেয়াদি সি.ইন.এড. প্রশিক্ষণের পরিবর্তে দেড় বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারী এডুকেশন প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটার সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানেরও উন্নয়ন ঘটবে। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষকদের অর্ধেক মহিলা, এ কারণে তারা প্রশিক্ষণের প্রত্যক্ষ সুফলভোগী।
* প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী কোটা ৬০% নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে করে অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে।
* শিশুরা মাতৃভাষায় কথা শেখে, মায়ের কাছে শেখে লেখা। শিশুকে স্নেহে লালন-পালনসহ প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ায় মায়ের এ শ্রম একান্তই মজুরীবিহীন। জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে নারীর এ ত্যাগ বহুল প্রচারের মাধ্যমে নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে।

**১০.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ**

সীমিত সম্পদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণে জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থার সুবিধা মাঠ পর্যায়ে নারীগণ এখনও শতভাগ গ্রহণ করতে পারেনি। বিদ্যমান সুবিধাগুলো ভোগসহ প্রাথমিক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারী উন্নয়নে এখনো নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে গেছে:

* অনুকূল পরিবেশের অভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থী বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে আগ্রহী হয় না;
* অনেক ক্ষেত্রে নিকটে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় নারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে দূরবর্তী বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না;
* প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে (বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চল) বিদ্যালয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত না থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারী শিশুদের যাতায়াত করা অনেক সময় অসুবিধা হওয়ায় অনেকেই স্কুলে নিয়মিত যেতে আগ্রহী হয় না;
* নারী শিক্ষায় সরকারের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলোর পর্যাপ্ত প্রচার না থাকায় এগুলো থেকে এখন কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না;
* বেসরকারি অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিশুদের জন্য অনেক বিদ্যালয়ে পৃথক টয়লেট না থাকায় নারী শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয় না;
* সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কারের কারণে অনেক ক্ষেত্রে নারী শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না।

**১১.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশের নারী হিসেবে নারীদের প্রতিটি পদক্ষেপে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। কোথাও কোথাও নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারিবারিক সহিংসতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাটি এখনও নারীবিরোধী নেতিবাচক মানসিকতা। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি ও পয়: নিষ্কাশন সুবিধার অপর্যাপ্ততার কারনে বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা বিভিন্ন সংক্রমণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। যা তাদের শারীরিক-মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অধিকন্তু, গুনগত ও অন্তুর্ভূক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

* কিশোরীদের শারীরিক/মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কিত যথাযথ কাউন্সেলিং না হলে ছাত্রীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া অথবা ফলাফল খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে কারণে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকের সহায়তায় বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
* বিদ্যালয়ে স্কুলহেলথ কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রয়োজন;
* বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকায় স্থানীয় থানার নিয়মিত টহল জোরদার করা যেতে পারে। এতে করে ছাত্রীরা ইভটিজিং এর শিকার না হয়ে নিরাপদে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতে পারে;
* ম্যাপিং এর মাধ্যমে যাচাই করে কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দূরবর্তী ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে পার্বত্য তিনটি জেলায় মোট ১৯টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪টি বর্তমানে চালু রয়েছে। হোস্টেলসমূহে ৫০% মেয়ে শিশু অবস্থান করছে;
* শিক্ষার্থী বিশেষত ছাত্রীদের জন্য আরো বেশি শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা যেতে পারে।